ত্রিপুরা সরকার
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্য সরকার ও ভারতীয় খাদ্য নিগমের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে প্রথমবারের মত চলতি খারিফ মরশুমে আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে নূন্যতম সহায়ক মূল্য (মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস) ১৭৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল দামে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ধান সংগ্রহের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ১০,০০০ মে. টন. ধার্য করা হয়েছে, যা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

একজন কৃষক নূন্যতম ১০ কুইন্টাল থেকে সর্বোচ্চ ১৫ কুইন্টাল ধান বিক্রয় করতে পারবেন। সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নলিখিত গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে :- (ক) শষ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমান - সবোর্চ্চ ১৭% (খ) অনুপযুক্ত (নিম্ন মানের) শষ্যের মিশ্রন- সবোর্চ্চ ৬% (গ) নষ্ট, অঙ্কুরিত, পোঁকা কাটা, ডিসকালার শষ্য ইত্যাদি - সবোর্চ্চ ৫% (ঘ) অপুষ্ট, চিটা ইত্যাদি- সবোর্চ্চ ৩% (ঙ) ফরেন্ মেটারস্ - জৈব ও অজৈব - সবোর্চ্চ ২% ।

প্রদত্ত ধানের মূল্য হিসাবে প্রাপ্ত সম্পূর্ন অর্থরাশি ৪(চার) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের স্ব-স্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ভারতীয় খাদ্য নিগম প্রদান করবেন। প্রাথমিকভাবে ভারতীয় খাদ্য নিগম রাজ্যের নিম্নলিখিত ৮(আট)-টি ব্লকে ধান সংগ্রহ করবেন বলে স্থির হয়েছে।

১) মোহনপুর ব্লক	২) জিরানীয়া ব্লক
৩) খোয়াই ব্লক	৪) তেলিয়ামুড়া ব্লক
৫) বিশালগড় ব্লক	৬) মোহনভোগ ব্লক
৭) কাকড়াবন ব্লক	৮) মাতাবাড়ী ব্লক

উক্ত ব্লকগুলিতে ধান সংগ্রহের সুনিদিষ্ট স্থানের নাম পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞাপিত করা হবে।

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির জন্য আগ্রহী কৃষকদের ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষি আধিকারিকের (ভি.এল.ডাব্লিউ/এগ্রি সেক্টর অফিসার) সঙ্গে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রেশান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ছবি, আধারকার্ডের কপি, ব্যাঙ্কের পাস বুকের কপি (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আই.এফ.সি. কোড সহ) ও কৃষি জমির বৈধ কাগজপত্র জমা করে সংশ্লিষ্ট কৃষি আধিকারিকদের কাছ থেকে শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) নিতে হবে, যা ধান বিক্রয় করার সময় উপস্থাপন করা আবশ্যক ।

(ডঃ দেবাশীষ বসু)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার